যুগান্তর

তারিখ: 28 JUL 2012
পৃষ্ঠা: ৬ ... কলাম: ২

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সে ড্রপআউট বাড়ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সে ড্রপআউট বাড়ছে! পাঁচ বছর মেয়াদি এমডি, এমএস ও এমফিল কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও মেয়াদ শেষে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ৫ বছরের কোর্স কোন কোন শিক্ষার্থী ৭-৮ বছরেও শেষ করতে পারছেন না। মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের ঘাটতির কারণে ফলাফল আশানুরূপ হচ্ছে না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের অভাবে এক শ্রেণীর চিকিৎসক বছরের পর বছর ছাত্রত্ব ধরে রাখছেন। ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩২টি পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ফলাফল পর্যালোচনায় এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দেশে ৩২টি পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট পরিচালিত হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ নয়। ২০০৫ সালে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খোলা হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রসারে তড়িঘড়ি করে কোর্স খোলা হলেও সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে পরীক্ষার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। সূত্র জানায়, ২০১০ সালের মার্চ মাসের আগ পর্যন্ত পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউটগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। ২০১০ সালের ২৮ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক আদেশবলে দেশের সব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অধিভুক্ত করা হয়।

ফলে বর্তমানে সব পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট বিএসএমএমইউর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বিএসএমএমইউর একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল দেশের সব পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট সরেজমিন পরিদর্শন শেষ করে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। উচ্চতর চিকিৎসার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জরুরি করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে খুব শিগগিরই পেশ করা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সব ইন্সটিটিউট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অধিভুক্ত হওয়ার পর পরিচালক (পরিদর্শন) বিভাগ ২০১০ সালের ১ অক্টোবর থেকে সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের কাজ শুরু করে। এ পরিদর্শন দলে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বেসিক চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ, পরিচালক (পরিদর্শন) কলেজেস অ্যান্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট অধ্যাপক ডা. আবু শফি আহমেদ আমিন, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ শামসুল আলম, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহানা আখতার রহমান, মেডিকেল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক হুমায়ুন সাত্তার প্রমুখ। এছাড়া অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা ওই পরিদর্শন দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৯ মে ৩২টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়। ৯ মে সর্বশেষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম; ইন্সটিটিউট অব কমিউনিটি অফথালমোলজি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম; ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ, চট্টগ্রাম; মা ও শিশু হাসপাতাল, আগ্রাবাদ পরিদর্শন করা হয়।

বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের মতামতের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত যেসব কোর্সের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে এমডি, এমএস, এমফিল, এমপিএইচ, ডিপ্লোমা অন্যতম। এসব মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার ডাক্তার উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পর্কে অধ্যাপক আবু শফি আহমেদ আমিন বলেন, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের মান পূরণ না করায় এরই মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানে কোর্স বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।